বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

(প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট,১৯৭৪(২৫/১৯৭৪)এর অধীনে গঠিত)
৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-৬/২০১৭

জনাব দেওয়ান সাইদুল আলম বকুল — ফরিয়াদী
পিতাঃ মরহুম দেওয়ান আব্দুস সাত্তার
গ্রাম+ডাকঃ নাগের হাট
উপজেলাঃ লৌহজং
জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ-১৫০০।

বনাম

জনাব মীর নাসির উদ্দিন উজ্জল — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সভ্যতার আলো
হোল্ডিং নং-১০৬৩, হাসপাতাল রোড, মানিকপুর
মুন্সীগঞ্জ সদর, জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ-১৫০০।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২। জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত — সদস্য
৩। মফিদা আকবর — সদস্য

ফরিয়াদী	ঃ	স্বয়ং উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	ঃ	উপস্থিত
শুনানীর তারিখ	ঃ	০৭/০১/২০১৮খ্রিঃ
রায়ের তারিখ	ঃ	১৮/০১/২০১৮খ্রিঃ

রায়

ফরিয়াদীর আর্জিঃ

ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, সভ্যতার আলো পত্রিকার স্থানীয় সাংবাদিক/প্রতিবেদক (লৌহজং উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ) মিথ্যাশ্রিত সাধারণ ডায়েরীর সূত্র ধরে অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অসৎ উদ্দেশ্য পরিকল্পিতভাবে, মনগড়া ও অসম্মান করার লক্ষ্যে গত ০৬, ০৭, ১১ ও ১২ জুলাই ২০১৭ তারিখে সংবাদ প্রকাশ করেছে। তাতে সামাজিকভাবে ফরিয়াদীর সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে এবং মানসিকভাবে ফরিয়াদীকে আঘাত করেছে। এ ব্যাপারে দেশের ও কাউন্সিলের বিধি মোতাবেক ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেছে। উক্ত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে ফরিয়াদী গত ১৩/০৭/২০১৭ তারিখে পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক জনাব মীর নাসিরউদ্দিন উজ্জলকে পত্র দিয়েছিল এবং তা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ও সংবাদদাতাকে জবাব দিহিতা করার অনুরোধ করেছিল। সম্পাদক সাহেব দীর্ঘসময় (প্রায় ১৫ দিন) পর গত ১৭/০৭/২০১৭ তারিখে নাম মাত্র প্রতিবাদ প্রকাশ করলেও ফরিয়াদীর প্রতিবাদের বক্তব্য প্রকাশ করেনি। পক্ষান্তরে আরও মিথ্যা ও মনগড়া সংবাদ প্রকাশ করেছে। ফরিয়াদী প্রেরিত ১৩/০৭/২০১৭ তারিখে প্রতিবাদ ২৬/০৭/২০১৭ তারিখে প্রকাশ করে ফরিয়াদীকে পুনরায় মানসিকভাবে আঘাত করেছে, এ ব্যাপারে ফরিয়াদী ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেছে।

ফরিয়াদী দীর্ঘ প্রায় ৩৫/৩৬ বছর যাবৎ সংবাদপত্রের সাথে সম্পৃক্ত। উল্লেখ্য দি বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক দেশ, খবর, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, চিত্রালী, পূবানী, সচিত্র সন্ধানী, ছায়াছন্দ, সুগন্ধা, বিচিন্তা,

যায়যায়দিন, সন্দ্বীপ, স্বদেশ খবর ও তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। বর্তমানে সাপ্তাহিক "মোদের দেশ" এর প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক। এছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকায় উন্মুক্তভাবে লেখালেখি করে আসছে। ফরিয়াদী "থিয়েটার" (আরামবাগ) নাট্যসংগঠনের সাথে দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ সাথে সম্পৃক্ত। ফরিয়াদী তাঁর গ্রামের (লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ) একজন সচেতন সমাজ সেবক। এছাড়াও, তিনি একজন প্রবাসী প্রত্যাগত নাগরিক। তিনি একজন শান্তিপ্রিয় হিসেবে জীবন যাপন করছে।

দৈনিক সভ্যতার আলো পত্রিকার সংবাদটি উদ্দেশ্য প্রনোদিত, পরিকল্পিত, হয়রানি ও সম্মানহানিকর বলে মনে করেন। ফরিয়াদীর দৃঢ় বিশ্বাস বিষয়টি সুবিবেচনা করে সম্ভাব্য তাড়াতাড়ি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেন।

ফরিয়াদী তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

প্রতিপক্ষ বিগত ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের দায়ের করা মামলার ফরিয়াদী দেওয়ান সাইদুল আলম বকুল কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগ এর জবাব দাখিল করে নিবেদন করেন যে ফরিয়াদীর দায়েরকৃত অভিযোগ সঠিক নয়। মামলার বিষয়ের বিভিন্ন প্যারায় যে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক এবং বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার কথা সঠিক নয়।

অভিযোগ এর সাথে মূল পেপার এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সম্পৃক্ত করার অভিযোগও স্পষ্ট নয়।

প্যারা ২(ক) তে উল্লেখ করেছেন "মিথ্যা সাধারণ ডায়েরীর সূত্র ধরে উদ্দেশ্য প্রণোদিত, মনগড়া, মিথ্যাশ্রিত, সম্মানহানি এবং মানসিক চাপ ও হয়রানি করার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করেছে"। উক্ত বক্তব্য সমূহ ও মিথ্যা। কেননা সাধারণ ডায়েরীটি মিথ্যা নয়। লৌহজং থানায় বিগত ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখের ৯২নং সাধারণ ডায়েরী হিসাবে উহা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেখানে অফিসার ইনচার্জ ও ডিউটি অফিসার লৌহজং থানা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। যাহার বাদী হিসাবে স্বাক্ষর রয়েছে নুসরাত জেবিন নামক এক নারীর। এখানে প্রেস কাউন্সিলের এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারার কোন সংযোগ নেই।

প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ার সাধারণ ডায়েরীটি মুন্সীগঞ্জ আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আদালত বাদিনীর জবানবন্দি গ্রহণপূর্বক সাধারণ ডায়েরীটি তদন্তের জন্য পুলিশকে অনুমতি প্রদান করেছে।

প্যারা ২(খ) তে পৃথক কাগজে আবেদনের মাধ্যমে অভিযোগ উল্লেখ করার যে চেষ্টা করেছেন তাঁর বক্তব্যের কোন মিল নেই। ফরিয়াদীকে অসম্মান করা বা তাঁর সাথে কোন পূর্ব শত্রুতা বা পূর্ব পরিচিত প্রতিপক্ষের নেই। প্রতিপক্ষের সাধারণ ডায়েরীকারীনীর বক্তব্য ও স্থানীয় সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদ প্রকাশ করে।

অভিযোগকারী পৃথক কাগজে বক্তব্যের ১৫নং লাইন হতে ২০নং লাইনে এলোমেলো বক্তব্য লিখেছেন। দুই স্থানে দুই রকম তারিখ উল্লেখ করেছেন। তবে প্রতিবাদপত্র হাতে প্রাপ্তির পরই অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী যতটুকু যুক্তিযুক্ত তা প্রকাশ করা হয়েছে। অভিযোগকারী ডাক বিভাগের প্রাপ্তি স্বীকারের কপিসহ ডাক পিয়নের প্রত্যয়ণপত্র দাখিল করলেই তা স্পষ্ট হবে।

অভিযোগকারী ২১ হতে ২৭নং লাইনে যেভাবে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর পক্ষে একজন নারী সম্পর্কে এমন বক্তব্য উপস্থাপন অনভিপ্রেত। নারীর চরিত্র ও সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিয়ে যে প্রতিবাদলিপি তিনি প্রেরণ করেছেন তা থেকেই তাঁর রুচিহীন মনোভাব স্পষ্ট। তাঁর এই মানসিকতা নারীর অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে বাধা এবং গ্রামীণ সহজ সরল মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটানোর শামিল। দৈনিক সভ্যতার আলো সমাজের কল্যাণে এবং সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। কাউকে অহেতুক আঘাত দেয়ার জন্য নয়। গ্রামের স্বঘোষিত মোড়ল যে কিভাবে নিরীহ নারীদের সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে, ফায়দা নেয়ার অপচেষ্টা চালায় এই ঘটনা তারই একটি উদাহরণ।

প্যারা ২(গ) তে বিধি অনুযায়ী ন্যায় বিচার পাওয়ার পক্ষে প্রতিপক্ষের নিবেদন। তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করে নথিজাত করার জন্য প্রতিপক্ষ আবেদন করেছেন।

প্যারা ৩ এ ভাবমূর্তি নষ্ট করার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তা মোটেও সঠিক নয়। তা উপরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্যারা ৪ এ প্রতিবাদ প্রকাশ নিয়ে যে অভিযোগ করেছেন তাও সঠিক নয়। নারীর চরিত্র ও সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিয়ে যে প্রতিবাদলিপি তিনি প্রেরণ করেছেন তার কিছু অংশ তুলে ধরা হয়েছে। ফরিয়াদী লিখেছেন **"এলাকার কিছু মাস্তান বখাটে ছেলেদের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল"**। ".....ঘটনার পূর্বে দীর্ঘদিন (প্রায় ২মাস) কেন মেয়েটি অন্য ধর্মালম্বী দুলাল ঘোষের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে জীবন যাপন করে?" ".....সেখানে একটি ঘরে একা বসবাস করল?"

আবেদনে ফরিয়াদী বলেছেন, ৩৫/৩৬ বছর যাবৎ সংবাদপত্রের সাথে জড়িত। নিজেকে গ্রামের (লৌহজং মুন্সীগঞ্জ) "সচেতন সমাজ সেবক" উল্লেখ করেছেন। মেয়েটি নামসহ এমন আপত্তিকর শব্দ লিখে তা ছাপানোর জন্য অনুরোধ করেন, সেটি সচেতন সমাজ সেবক এবং ৩৫/৩৬ বছরে অভিজ্ঞ সাংবাদিকের কাজ হতে পারেনা।

অভিযোগকারী ৮৯ লাইনের এমন নানা অরুচিরকর প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেছেন তা আপত্তিজনক। প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপি প্রাপ্ত হয়ে বিগত ২৬ জুলাই ২০১৭ তার মূল অংশ প্রকাশ করে। এমনকি প্রতিবাদলিপিতে ফরিয়াদী উল্লেখ করেছেন যে আপনার দৃষ্টিতে যতটুকু যুক্তি সঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য মনে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে।
প্যারা ৫নং যে প্রার্থনা করেছেন তাও গ্রহণযোগ্য নহে। প্রতিপক্ষ দাবী করেন যে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪ সালে ১২ ধারা মোতাবেক কোন নীতি বহির্ভূত কাজ করেনি। প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর অভিযোগ মিথ্যা বিধায় মামলা নং ৬/২০১৭ নিষ্পত্তি করে নথিজাতের আবেদন করেছেন।
প্যারা ৬নং এ ফরিয়াদী যে অঙ্গীকার করেছেন যে, সত্য ঘটনা পেশ করেছেন তা আসলে ফরিয়াদী প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার জন্য এই মামলা করেছেন।
প্রতিপক্ষ ন্যায় বিচারের স্বার্থে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪ সালের ১২ ধারার কোন উপাদান বিদ্যমান না থাকায় অভিযোগটি মিথ্যা ও আক্রোশবত হওয়ায় তা খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরঃ

ফরিয়াদী তাঁর প্রতিউত্তর দাখিল করে উল্লেখ করেন যে, গত ০৫/১০/২০১৭ তারিখে প্রতিপক্ষ জনাব মীর নাসির উদ্দিন উজ্জল এর প্রতারণার ব্যাপারে একটি প্রতিবাদপত্র কাউন্সিল এ জমা দিয়েছে। সে পত্রের বক্তব্য ফয়িয়াদী আজকের পত্রের সাথে সংযুক্ত করার জন্য আবেদন করেন।
ফরিয়াদী উল্লেখ করেন যে, ফরিয়াদী বিষয়টি নিষ্পত্তি চায় বলেই তাঁর বন্ধু, সিনিয়র সাংবাদিক অলক কুমার মিত্র এর প্রস্তাবে রাজী হয়েছে এবং ১৬/০৯/২০১৭ তারিখে বৈঠকের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসার সিদ্ধান্তে মত দেয়। যা কাউন্সিল এ ফরিয়াদী ০৫/১০/২০১৭ তারিখে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু তা তিনি জমা দেননি। ফরিয়াদী ০৫/১১/২০১৭ তারিখে প্রতিবাদপত্রে জানিয়েছে যে, যা আদালতে অবগত আছেন। ফরিয়াদী সাধারণ ধারণামতে কোন মামলার বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ সামাজিক বৈঠকের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা করলে তা উভয়পক্ষের সম্মতির মাধ্যমে বৈঠকের আপোষনামা লিখিত আকারে সে আদালতে দাখিল করলে পরবর্তীতে সে মামলা শেষ বা নিষ্পত্তি হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিপক্ষ মীর নাসির উদ্দিন উজ্জল ১৬/০৯/২০১৭ তারিখে এর আপোষনামা জমা না দেওয়ার কারণ কি তা জানা যায়নি তবে বিষয়টি মীমাংসার জন্য ফরিয়াদীর আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। ফরিয়াদী প্রতি উত্তর ও প্রতিবাদপত্রের বক্তব্য বিবেচনা করার জন্য বিশেষভাবে আবেদন করেন।
অতএব, ন্যায় বিচার প্রার্থনার্থে ফরিয়াদীর আবেদন মঞ্জুর করতে আবেদন করেন।

ফরিয়াদী নিজে তাঁর মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। তিনি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কালে তাঁর আর্জি এবং প্রতিউত্তর পড়ে শুনান। তিনি নিবেদন করেন যে প্রতিপক্ষ তাঁর "সভ্যতার আলো" পত্রিকায় বিগত জুলাই মাসের ৬, ১১ এবং ১২ তারিখে লৌহজং উপজেলা মুসিগঞ্জ এর প্রতিবেদক মিথ্যাশ্রিত সাধারণ ডাইরীর সূত্র ধরে অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অসত্য উদ্দেশ্য পরিকল্পিত ভাবে অসত্য ও মনগড়া প্রতিবেদন দাখিল করে ফরিয়াদীকে সামাজিকভাবে সুনাম ক্ষুন্ন করা হয়েছে। তিনি নিবেদন করেন যে তিনি ১৩/৭/২০১৭ তারিখে পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক জনাব মীর আমির উদ্দিন এর নিকট প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন কিন্তু তিনি দীর্ঘ ১৫ অপেক্ষা করে ১৭/৭/২০১৭ তারিখে নাম মাত্র প্রতিবাদ প্রকাশ করলেও ফরিয়াদীর বক্তব্য প্রকাশ করেননি। পক্ষান্তরে তিনি আরও মনগড়া সংবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি ১৩/০৭/২০১৭ এবং ২৬/০৭/২০১৭ তারিখে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন যা তাকে পুনরায় মানসিক ভাবে আঘাত করেছে। তিনি আরও নিবেদন করেন যে তিনি বাংলাদেশের প্রায় সকল পত্রিকার সাথে প্রায় ৩৫/৩৬ বছর যাবত সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি বর্তমানে সাপ্তাহিক মোদের দেশ এর প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক এবং বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। তিনি থিয়েটার (আরামবাগ) নাট্য সংগঠনের সাথে দীর্ঘদিন যাবত সম্পৃক্ত আছেন। ইদানিং সভ্যতার আলো পত্রিকায় বিভিন্ন তারিখে অসত্য ও বানোয়াট খবর পরিবেশন করে তাঁর মানহানি ঘটানো হয়েছে তাই এর বিচার চেয়ে এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। পরিশেষে তিনি তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেন।
প্রতিপক্ষও নিজেই তাঁর মোকর্দ্দমা পরিচালনা করেন। তিনি ফরিয়াদীর বক্তব্য খন্ডন করে নিবেদন করেন যে ফরিয়াদীর অভিযোগ সঠিক নয় বরং প্রতিবেদনগুলি আপত্তিজনক, কাল্পনিক এবং বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার কথাও সঠিক নয়। তিনি নিবেদন করেন যে, ডায়েরীখানা সত্য মিথ্যা যাচাই করা সাংবাদিকদের আওতায় পড়ে না তবে প্রতিবেদনগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনগড়া, সম্মানহানি এবং মানসিক চাপ ও ফরিয়াদীকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে সংবাদ প্রকাশ করার কথা অবান্তর।
৫ জুলাই ২০১৭তারিখ সাধারণ ডাইরীখানা গ্রহণ করে পুলিশ কর্তৃপক্ষ। অভিযোগকারীনীর নাম হল নুসরাত জেবিন। প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সাধারণ ডাইরীটি মুন্সীগঞ্জ আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন অভিযোগকারীর প্রতিবাদপত্রটি প্রাপ্তির পরই যতটুকু যুক্তিসংগত তা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে অভিযোগকারী একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক হিসেবে একজন নারী সম্পর্কে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা দুঃখজনক এবং অনভিপ্রেত। ফরিয়াদীর বক্তব্য নারীর অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে বাঁধা বটে। তিনি নারীর চরিত্র হনন সহ সাম্প্রদায়িক

বক্তব্য দিয়ে প্রতিবাদলিপিটি প্রেরণ করেছেন। এবং এই কারণেই অভিযোগটি খারিজ করা আবশ্যক। একজন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংবাদ পত্রের ভূমিকা থাকা স্বাভাবিক এবং আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতিবেদনগুলি প্রচার করেছি কিন্তু ফরিয়াদীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয়। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর আর্জি নথিভোক্ত করার জন্য আবেদন করেন। তিনি নিবেদন করেন যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনগুলি প্রকাশিত করা হয়েছে। সেখানে প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারার কোন উপাদান বিদ্যমান না থাকায় অভিযোগটি মিথ্যা ও আক্রোশ হওয়ায় তা খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

ফরিয়াদীর আর্জি প্রতিপক্ষের জবাব, ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর এবং সভ্যতার আলো পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনা করা হলো। পক্ষদ্বয়কে শুনা হলো। নুসরাত জেবিন এর ০৩/০৭/২০১৭ তারিখের ডাইরীখানা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, ডাইরীর ৪নং ক্রমিকে বকুল দেওয়ান এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৭জুলাই সভ্যতার আলো পত্রিকায় "মেয়েটি এখন কোথায় যাবে"? এবং ১১ জুলাই "সভ্যতার আলোতে সংবাদ প্রকাশের পর মেয়েটি প্রতিকার পেতে যাচ্ছে?" এই শিরোনামে প্রতিবেদনগুলি প্রচার করে। ৭ জুলাই পত্রিকায় প্রচারিত প্রতিবেদনটি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, মেয়েটি জানায় তার বাবা কুদ্দুস দেওয়ান মারা যাওয়ার পর ঔইদিনই চাচা এমদাদ দেওয়ান ও চাচাতো ভাই বকুল দেওয়ান শ্বশুর বাড়িতে থাকা সকল দলিল ও কাগজপত্র নিয়ে যায়। ২৬ জুলাই প্রকাশিত "সভ্যতার আলো" পত্রিকা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্র প্রতিবেদকের মন্তব্যসহ প্রচার করা হয়েছে।

নুসরাত জেবিনের ডাইরী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি এবং ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্র ইত্যাদি কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে উল্লেখিত জেবিনের ডাইরীতে উল্লেখিত বক্তব্য উপলক্ষে এই প্রতিবেদনগুলি প্রচার করা হয়েছে। প্রতিবেদক বকুল দেওয়ানের বক্তব্য ও প্রকাশ করেছে এতে দেখা যাচ্ছে যে বকুল দেওয়ান তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্র ছেপেছেন। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতার রীতিনীতি মেনেছেন বলে প্রতিয়মান হয়। প্রতিবাদলিপি ছাপানোর পরে ফরিয়াদীর আর কোন অভিযোগ থাকার কারণ নেই। জেবিনের উথাপিত অভিযোগ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তাই ফরিয়াদী আদালতের হুকুম বা রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ফরিয়াদীর অভিযোগ প্রতিপক্ষের জবাব ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর এবং পক্ষগণের যুক্তিতর্ক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রতিপক্ষ প্রতিবাদ পত্রটি প্রথম পৃষ্ঠায় না ছেপে ভিতরের পৃষ্ঠায় ছেপেছেন, তাই রীতি বহির্ভূতভাবে কাজ করেছেন। তবে মনগড়া সংবাদ প্রকাশ করার কথা সঠিক নয়।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, ফরিয়াদীর পাল্টা উত্তর এবং পক্ষগণের বক্তব্য বিবেচনা করে মাননীয় সদস্যবৃন্দের সাথে আলোচনা পূর্বক একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদী এবং প্রতিপক্ষ তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল আচরণ করেনি। উভয়পক্ষই তাদের অবস্থান থেকে আরও সতর্ক হলে বিষয়টি এ পযর্ন্ত গড়াতো না। উভয়পক্ষ ভবিষ্যতে এহেন পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল আচরণ করবেন বলে বিচারিক কমিটি আশা পোষণ করে।

উপরোক্ত পর্যাবেক্ষণ দিয়ে মামলাটি বিনা খরচায় নিস্পত্তি করা হলো।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতে ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

স্বপন দাশ গুপ্ত
সদস্য

মফিদা আকবর
সদস্য